ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একটি প্রতিষ্ঠান

প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক/উপজেলা কার্যালয়, ...

বরাবর,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
পল্লী ভবন (৭ম তলা), ৫, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

বিষয়: মোটর সাইকেল ঋণের আবেদন

০১. আবেদনকারীর নাম ও প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি নম্বর :
০২. পদবি :
০৩. জন্ম তারিখ :
০৪. বর্তমান কর্মস্থল :
০৫. ফাউন্ডেশনে যোগদানের তারিখ ও মেয়াদকাল : (ক) তারিখঃ (খ) মেয়াদকালঃ
(গ) বর্তমান পদে যোগদানের তারিখঃ
০৬. চাকুরি স্থায়ী হয়েছে কিনা (টিক চিহ্ন দিন) : (ক) হ্যাঁ ☐ (খ) না ☐
০৭. বেতনক্রম ও মূল বেতন :
০৮. প্রার্থিত ঋণের পরিমাণ :
০৯. **ঋণ সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যঃ**
আবেদনকারী ইতোপূর্বে মোটর সাইকেল ঋণ গ্রহণ করে থাকলে তার বিবরণঃ
ক) ঋণ গ্রহণের পরিমাণ :
খ) ঋণ পরিশোধের পরিমাণ :
গ) বকেয়া ঋণের পরিমাণ (যদি থাকে) :
১০. **মোটর সাইকেল ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ**
ক) ক্রয় করতে ইচ্ছুক মোটর সাইকেলের তথ্য : মডেলঃ.....ব্র্যান্ড.....
সিসিঃ.....রং.....
১১. মোটর সাইকেলের বাজার মূল্য (মডেলের বিবরণ অনুযায়ী) :

১২. **মোটর সাইকেল বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান/ডিলারের তথ্যঃ**
ক) কোম্পানি/শোরুমের নাম:
খ) কোম্পানি/শোরুমের কর্মকর্তা/মালিকের নাম :
গ) ব্যাংকের হিসাবের শিরোনাম ও হিসাব নম্বর :
ঘ) ব্যাংক এবং শাখার নাম :

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, এই আবেদন ফরমে যে সমস্ত তথ্য দিয়েছি ও কাগজপত্রাদি দাখিল করেছি তা আমার জানা ও বিশ্বাসমতে সত্য। যদি কোন তথ্য অসত্য বা ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ ফেরত দিতে এবং কর্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবো।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও নামীয় সিল

মোবাইল নম্বর:

সংযুক্তিঃ

০১। অঙ্গীকারনামা-১ কপি।
০২। ঋণ গ্রহণকারীর জামিনদার/উত্তরাধীকারী কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গীকারনামা-১ কপি।
০৩। মোটর সাইকেল ক্রয়ের দরপত্র/কোটেশন-১কপি

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একটি প্রতিষ্ঠান

প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক/উপজেলা কার্যালয়, ...

ঋণ গ্রহিতার অঙ্গীকারনামা

আমি.....,মাতা:.....,পিতা:.....

স্বামী/স্ত্রী:....., গ্রাম:....., ডাকঘর:.....,উপজেলা:.....,

জেলা:....., প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি নম্বর:.....মোবাইল নম্বর:.....

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:.....পদবি:.....কর্মস্থল:.....

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি মেনে নিয়ে মোটর সাইকেল ঋণ গ্রহণ করলাম।

শর্তাবলিঃ

০১। ঋণ গ্রহণের পরিমান..... কথায়: (.....) টাকা যা সর্বোচ্চ ৭২ (বাহাত্তর)টি মাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য হবে।

০২। ঋণ গ্রহণের ১ (এক) মাসের মধ্যে মোটর সাইকেল ক্রয়ের যাবতীয় কাগজপত্রদি দাখিল করতে ব্যর্থ হলে ঋণ গ্রহণকারী হিসেবে সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান করতে বাধ্য থাকবো।

০৩। মোটর সাইকেল গ্রহণকারী কর্মকর্তা হিসেবে বরাদ্দ প্রাপ্ত মোটর সাইকেল আবশ্যিকভাবে অফিসের কাজে ব্যবহার করবো।

০৪। মোটর সাইকেল সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে আমার উপর থাকবে। মোটর সাইকেল দূর্ঘটনাজনিত সকল দায়-দায়িত্ব আমি বহন করবো। চুরি কিংবা দূর্ঘটনাজনিত কোন দায় ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ বহন করবে না। এ ধরনের দূর্ঘটনার ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে আইন শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ ও বীমা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে।

০৫। মোটর সাইকেল ক্রয়ের পর অবশ্যই আমি নিজ নামে রেজিষ্ট্রেশন ও বীমাকরণ সম্পন্ন করবো এবং নিয়মিত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত রেজিষ্ট্রেশন ফি বীমা অন্যান্য খরচ নিজ তহবিল থেকে বহন করবো।

০৬। সমুদয় অর্থ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত মোটর সাইকেলটি ফাউন্ডেশনের নিকট দায়বদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।

০৭। মোটর সাইকেল ক্রয়ের পর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ক্যাশমেমো, রেজিষ্ট্রেশন ও বীমা (Insurance) সংক্রান্ত কাগজপত্রের কপি প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় দাখিল করবো।

০৮। মোটর সাইকেল ঋণ গ্রহণের পর সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধের পূর্বে চাকুরী ত্যাগ করতে চাইলে অথবা চাকুরী থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলে কিংবা চাকরীচ্যুত করা হলে কিস্তি বাবদ অবশিষ্ট পাওনা টাকা এককালীন ফাউন্ডেশনের অনুকূলে জমা করতে বাধ্য থাকব। এককালীন পরিশোধের ব্যর্থতায় আমার পাওনাদি থেকে কর্তন এবং প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আদায় করা যাবে। কোনভাবেই ঋণের টাকায় ক্রয়কৃত মোটর সাইকেল ফেরত দেয়া হবে না।

০৯। ক্রয়কৃত মোটর সাইকেল নীতিমালা বর্হিভূতভাবে ব্যবহার করলে আমার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১০। ঋণ গ্রহণের পরবর্তী মাস হতে ঋণের কিস্তি শুরু হবে। শর্ত থাকে যে, ঋণের সমুদয় কিস্তির টাকা কর্মকর্তা/কর্মচারীর অবসর গমনের পূর্বে আদায়যোগ্য হবে। তবে, অনিবার্য কোন কারণে চাকরিকালীন সময়ে অর্থ আদায় সম্ভব না হলে অবসরকালীন বিভিন্ন পাওনাদি হতে (বেতন-ভাতাদি, ছুটি নগদায়ন, অংশ প্রদায়ক ভবিষ্যৎ তহবিল ইত্যাদি) অবশ্যই কর্তনপূর্বক সমন্বয় করা যাবে।

স্বাক্ষীর স্বাক্ষরঃ

১। স্বাক্ষরঃ.....
নামঃ.....
পিতার নামঃ .....
পদবি ও পরিচিতি নম্বরঃ .....
ঠিকানাঃ.....
তারিখঃ.....

২। স্বাক্ষরঃ.....
নামঃ.....
পিতার নামঃ .....
পদবি ও পরিচিতি নম্বরঃ .....
ঠিকানাঃ.....
তারিখঃ.....

ঋণ গ্রহীতার
স্বাক্ষর: .....
নাম: .....
তারিখ ও নামীয় সিল:.....

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একটি প্রতিষ্ঠান

প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক/উপজেলা কার্যালয়, ...

নিশ্চয়তা প্রদানকারী/জামিনদারের অঙ্গীকারনামা

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন থেকে মোটর সাইকেল ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণকারী জনাব.....পদবি.....প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি নম্বর..... প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক/উপজেলা কার্যালয়,.....এর গৃহীত নিম্নবর্ণিত ঋণের জামিনদার হইতে সম্পূর্ণভাবে সম্মত আছি।

ঋণের বিবরণঃ

ঋণের পরিমান (আসল):.....(কথায়:.....) ও সার্ভিস চার্জ (২%)।

উদ্যোগের নামঃ মোটর সাইকেল ঋণ, কিস্তির সংখ্যাঃ.....

জামিনদার হিসাবে আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, ঋণ গ্রহীতা উপরোক্ত ঋণ পরিশোধ না করিলে আমি সার্ভিস চার্জসহ ঐ ঋণ পরিশোধ করিব। ব্যর্থতায় অপরিশোধিত ঋণ ও তার সার্ভিসচার্জসহ সমুদয় টাকা মোটর সাইকেল ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী আমার নিকট হইতে আদায় করিবার জন্য এসএফডিএফ কে ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

আমি আরও নিশ্চয়তা প্রদান করিতেছি যে, এসএফডিএফ-এর ঋণের টাকা সার্ভিস চার্জসহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই জামিনদারনামা বলবৎ থাকিবে।

নিম্নস্বাক্ষরকারী স্বাক্ষীদের উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে উক্ত জামিনদারনামার মর্মার্থ বুঝিয়া কাহারো প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ না হইয়া এই জামিনদারনামায় স্বাক্ষর প্রদান করিলাম।

জামিনদারঃ

স্বাক্ষরঃ.....

নামঃ..... পেশাঃ.....

পিতা/স্বামীর নামঃ..... জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বরঃ.....

মোবাইল নম্বরঃ..... গ্রামঃ.....ইউনিয়ন/ওয়ার্ডঃ.....

উপজেলাঃ..... জেলাঃ.....

তারিখঃ.....

স্বাক্ষীঃ

১। স্বাক্ষরঃ.....

নামঃ.....

পিতা/স্বামীর নামঃ.....

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বরঃ.....

মোবাইল নম্বরঃ.....

ঠিকানাঃ.....

তারিখঃ.....

২। স্বাক্ষরঃ.....

নামঃ.....

পিতা/স্বামীর নামঃ.....

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বরঃ.....

মোবাইল নম্বরঃ.....

ঠিকানাঃ.....

তারিখঃ.....